বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ আমিন উল আহসান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিসিআইসি ও আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি, বিসিআইসি

তারিখ : ২০-১২-২০২০ খ্রি., সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান : বিসিআইসি কনফারেন্স রুম।

বিসিআইসি নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক ২০২০-২০২১ মেয়াদে গৃহীত বার্ষিক শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় নৈতিকতা কমিটির দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সভা জনাব মোঃ আমিন উল আহসান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এর সভাপতিত্বে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৈতিকতা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' সন্নিবেশিত করা হল)। সভার আলোচ্য সূচী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রম	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
০১.	পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	গত ০২-০৯-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়াটারের সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে অনুমোদনের ব্যাপারে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।
০২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের সময়সীমা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং ০৪.০০. ০০০০. ৮২২. ১৪. ০২২.১৬.১৪১ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তথা শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৫.০০৭.২০.২০৬ তারিখ ০৫ অক্টোবর ২০২০ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং আঞ্চলিক মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার কোন যৌক্তিক কারণে সংশোধনের প্রয়োজন হলে স্ব স্ব কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সংশোধন করা যাবে মর্মে উক্ত পত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাধীন কারখানাসমূহে উক্ত পত্র পৃষ্টাংকনপূর্বক আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সংশোধনী পরিকল্পনা প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে এখনও সংশোধনীর প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত ০৪-১১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক সভায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ কার্যসূচী " ৮.৬-প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন" সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ্য করা হয় যে, সংস্থার প্রধান উৎপাদিত পণ্য ইউরিয়া সার এর বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে বিসিআইসির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে ইউরিয়া সারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে এব্যাপারে বিসিআইসি কর্তৃক গণশুনানী করার সুযোগ থাকে না। এছাড়া অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়টি GRS প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিস্পন্ন করা থাকে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী সংস্থার শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়।	২০২০-২১ মেয়াদে সংস্থার শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় ৮.৬-প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন" কর্মসূচী বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। তদানুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্রযোগাযোগ করার জন্য ফোকাল পয়েন্টকে পরামর্শ দেয়া হলো। **বাস্তবায়নে:** মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।

চলমান পাতা-২

০৩.	**২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম পরিবর্তন সংক্রান্ত।**	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.১৪০ নম্বর স্মারকের নির্দেশনায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রমে "৬.১ ক্রমিকের প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন এর পরিবর্তে ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন/বিভাগে চলমান প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা" হিসাবে প্রতিস্থাপন হবে এবং "৮.১ স্ব স্ব সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিবর্তে ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন" প্রতিস্থাপন করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সংস্থার বার্ষিক শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় উক্ত অনুচ্ছেদসমূহের সংশোধনী কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায় "৬.১ ক্রমিকের প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন এর পরিবর্তে ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন/বিভাগে চলমান প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা" হিসাবে প্রতিস্থাপন হবে এবং "৮.১ স্ব স্ব সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিবর্তে ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন" প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট ।
০৪.	সংস্থার আওতাধীন কারখানা/প্রকল্পে/প্রতিষ্ঠানে ই-নথি/ই-মেইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন বিষয়ে আলোচনা	সংস্থাধীন অধিকাংশ কারখানা/প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথি/ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। দু-একটি কারখানার নিজস্ব কারিগরী সমস্যা থাকার কারণে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় আনা এখনও সম্ভব হয়নি । সংশ্লিষ্ট কারখানাকে এব্যাপারে সংস্থার আইসিটি বিভাগ এর সাথে যোগাযোগ করে দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির আওতায় সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবস্থার গতি খুবই মন্থর। ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতি না হলে ই-নথি/ই-মেইলসহ অন্যান্য অন লাইন কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ইন্টাররেটের গতির দুর্বলতার কারণে সময়মত দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করা যাচ্ছে না। সভায় আইসিটি বিভাগীয় প্রধান অবহিত করেন যে, ই-নথির চলমান মন্থর গতির বিষয়টি a2i কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান যে, ই-নথির সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে এই সেবা আরো উন্নত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ই-নথির ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল ও কার্যকর হবে মর্মে a2i থেকে জানানো হয়েছে।	ই-নথির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের ব্যাপারে a2i এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেসব কারখানায় নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়নি তাদেরকে ওয়েবসাইট চালু ও ই-নথি কার্যক্রম গ্রহণে কারিগরী সহায়তা দিতে হবে। **বাস্তবায়নে:** মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান (আইসিটি)।

চলমান পাতা-৩

৫।	সংস্থা/সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প সমূহে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ/ঝুঁকি প্রশমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম গতিশীল রাখা।	সভায় এব্যাপারে আলোচনাকালে সভার সভাপতি মহোদয় দেশব্যাপী কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ এর প্রকোপে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে পুনরায় লকডাউন শুরু হলেও বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনে অধিকাংশের অসচেতনতা/অনীহার ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সভায় জানানো হয় যে, সংস্থা ও সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থায় গৃহীত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য হলো: ক) কোভিড-১৯ এর সংক্রমণরোধে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) এর নেতৃত্বে সংস্থার কর্ম পরিবেশ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে; খ) সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ; গ) প্রতিদিন সকল দপ্তর ও আশে পাশে জীবানুনাশক ছিটানো; ঘ) প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশকালে জীবানুনাশক/হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার; ঙ) লিফটে একবারে ০৫ জনের বেশী যাতায়াত না করা; চ) সরকার ঘোষিত No musk-No service নীতির প্রতিফলন; ছ) সংস্থা ও সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পে কর্মরতদের হ্রাসকৃত মূল্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে স্কয়ার হাসপাতাল, বিআরবি হাসপাতাল ও ইবনেসিনা হাসপাতালের সাথে সংস্থার MoU স্বাক্ষর; জ) স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনে নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং টিম এর মাধ্যমে দৈনিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা; ঝ) কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি প্রশমনে হালনাগাদ দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) এর নেতৃত্বে সংস্থার কর্ম পরিবেশ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রতি সপ্তাহেই অন লাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি কোয়ার্টারে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) উক্ত কমিটির ১৩ টি ভার্চুয়াল ও ০১ টি সরাসরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোভিড-১৯ প্রশমনে সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হচ্ছে। ঞ) এ ছাড়াও বিসিআইসি চিকিৎসকদের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ কোভিড-১৯ এর প্রকোপ/ঝুঁকি প্রশমনে সময় সময় সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে সংস্থা কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে।	কোভিড-১৯ প্রশমনে সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমে সভায় সন্তোষ প্রকাশপূর্বক নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়: ক) স্বাস্থ্য বিধি মেনে এপিএ, আইএপি অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং কোন কাজ পেন্ডিং রাখা যাবে না। খ) কোভিড-১৯ প্রকোপ/সংক্রমণ প্রশমনে গৃহীত কার্যক্রম জোরদার ও অব্যাহত রাখতে হবে এবং সকলের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** ১। সকল বিভাগীয়/উপ বিভাগীয় প্রধান, বিসিআইসি। ২। পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) ও সভাপতি, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণরোধে সংস্থার কর্ম পরিবেশ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি।

সভায় আরে কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

28.12.2020

(মোঃ আমিন উল আহসান)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি, বিসিআইসি

বিতরণ:
১। নৈতিকতা কমিটির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।